দৈনিক বাংলা

তারিখ ...3.0 JUL 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ...

54

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

# মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে বিরোধ—

**ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা :** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলো এবং শিক্ষকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গত ৪ জুলাই শিক্ষকদের সাথে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে ভিসি ডঃ ইনাম-উল হক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি এ ব্যাপারে অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মামুনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির নাম ঘোষণা করেন। ১১ জুলাই ভিসির নির্দেশে কমিটির সদস্যদের নিকট চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। ১৫ জুলাই কমিটির আহ্বায়ক এর সভাপতিত্বে কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্য তিনজন জানান, ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশিত চিঠিতে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ইসলামী মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্যে একটি স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ সংক্রান্ত রিপোর্ট ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট জমা দিতে বলা হয়েছে।"

এদিকে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র-মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রসমাজ প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ভিসির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। ছাত্রশিবির প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করেনি। তবে তারা ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধে তৎপর বলে অপর ছাত্র সংগঠনসমূহ অভিযোগ করেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন পরিষদ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ক্যাম্পাসে ভাস্কর্যের নামে "মূর্তি" স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবী জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ৫ সেপ্টেম্বর '৯৫ পর্যন্ত সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে শুধু ক্যাম্পাসে মিছিল ব্যতীত সকল তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কর্তৃপক্ষের গৃহীত নীতিমালা শিথিল হওয়ায় ক্যাম্পাসে বহিরাগত ক্যাডারদের আনাগোণা আশংকা-জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে ইতিপূর্বে ২৮ এপ্রিল সংঘঠিত সন্ত্রাসী ঘটনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্রীর অভিভাবক আলী আজম হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার আসামীরা হল এবং ক্যাম্পাসে পুনরায় মহড়া শুরু করায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

অপরদিকে, ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বামপন্থী শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত "শাপলা" প্যানেলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় ভাস্কর্য নির্মাণের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। তবে তারা "জাতীয়তাবাদী ও ইসলাম পন্থীদের" সমন্বয়ে গঠিত "সবুজ" প্যানেলের কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভাস্কর্য নির্মাণের সিদ্ধান্ত বানচালের চেষ্টা অব্যাহত রাখার অভিযোগ করেছেন।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর হতে কুষ্টিয়ার মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর ক্যাম্পাসে একটি অসম্পূর্ণ শহীদ মিনার নির্মাণ করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হওয়ার দীর্ঘ ৯ বছর পর এবারই প্রথম একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।